Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:28 Page 1



এলন মাস্কের ফ্লাইং কারের সঙ্গে পুষ্পক রথের তুলনা 'রাম' রণবীরের

বাংলা আজ যা ভাবে

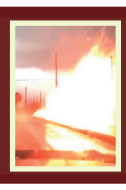
নয়া জামানা



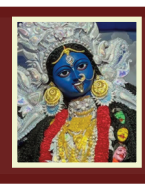
ফের অসুস্থ শরদ পওয়ার, বুকে ব্যথা নিয়ে পুণের হাসপাতালে ভর্তি এনসিপি প্রধান

১৫ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৩ সংখ্যা ।। ৮পাতা

জনবহুল এলাকায় আছড়ে পড়ল যাত্রীবাহী বিমান! ফ্লোরিডায় ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত ৯



ভেলকি ভলান্টিয়ারে! কালীপুজোয় ভিড় সামলাতে ফাটাকেষ্ট-সোমেন দাওয়াই কালীক্ষেত্র কলকাতায়



কংগ্রেসে রাহুল বনাম প্রিয়াঙ্কা! রামলীলার বক্তা তালিকায় ব্রাত্য 'বোন'! 'দাদা'কে বিঁধল বিজেপি



উত্তর কাশীতে ভয়াবহ তুষারধস

ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার ৫ অভিযাত্রী!

উত্তর কাশীর কেদারতাল এলাকায় ভয়াবহ তুষারধস। আর সেই তুষারধসের মধ্যে পড়ে নিখোঁজ বাংলার পাঁচ অভিযাত্রী! তাঁরা বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। প্রবল তুষারপাত হওয়ায় এদিন রাত পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ মেলেনি। উদ্ধারকাজ চলছে।উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ পাঁচজনের নাম তাপস বাউড়ি, রতন ঘোষ, মনোজ খোভাস, রিন্টু মণ্ডল ও উদয় ঘোষ। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশের বর্তিকা বর্মা ও উত্তর কাশীরই বাসিন্দা সিদ্ধার্থ রানা নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়াও একজন গাইডও রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ৪০ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। আর কেউ তুষারপাতে নিখোঁজ হয়েছেন কিনা, খোঁজ করে দেখা হচ্ছে। সোমবার রাত পর্যন্ত আটজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।জানা গিয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর এই দলটি গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতালের দিকে রওনা হয়েছিল। সেসময় আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল। দলে ১২ জন ছিল। দলে সাতজন অভিযাত্রী, একজন গাইড, একজন রাঁধুনি এবং তিনজন পোর্টার ছিলেন। পথে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চারজন নিরাপদে ফিরে এলেও আটজন তুষারধসে আটকে যান। ২৯ তারিখ আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হয়। আচমকাই তুষারঝড় শুরু হয়। উপর থেকে নেমে আসে তুষারধস।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ট্রেকিংরুটের মাঝপথেই তাঁরা আটকে পড়েছিলেন। দুর্ঘটনার কথা জানার পরেই উদ্ধারকাজের জন্য রওনা হয়েছিল বিশেষ দল। কিন্তু পরিস্থিতি ওই এলাকায় যথেষ্ঠ খারাপ থাকায় উদ্ধারকাজ সেভাবে শুরু করা যায়নি বলেই খবর। তুষারধসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন অভিযাত্রীরা। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষ পর্বতারোহী দল তল্লাশি চালাচ্ছে। হেলিকপ্টারেও অভিযাত্রীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।



কালীপুজোয় নিশ্চিন্তে ঠাকুর দেখতে বিশেষ ঘোষণা পূর্ব রেলের



দুর্গাপুজো পেরিয়ে আলোর উৎসবে মাততে প্রস্তুত বঙ্গবাসী। চলতি সপ্তাহান্তেই কালীপুজো। বারাসত, নৈহাটির খ্যাতি কে না জানে? এসব জায়গায় কালীপুজোর মণ্ডপ-প্রতিমার মতোই চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা আকর্ষণীয়। তার টানে অনেকে বহু দূরদূরান্ত থেকে কালীপুজো দেখতে আসেন দর্শনার্থীরা। তাঁদের সুবিধায় এবার রাতভর এসব রুটে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল, শিয়ালদহ শাখায় আগামী ৮ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর আপ ও ডাউনে মোট ৬ জোড়া বাড়তি ট্রেন চলবে।পুজোর মতোই কালীপুজোতেও নৈহাটি, বারাসতে রাতভর ঠাকুর দেখেন উৎসবপ্রেমীরা। শুধু এই দুই জায়গাই নয়, আশপাশের মধ্যমগ্রাম, নিউ বারাকপুর, শ্যামনগরের শক্তি আরাধনাও বেশ বিখ্যাত। তাই ওই অঞ্চলেও বেশ ভিড় হয়। আর আলোর উৎসব বলে সন্ধ্যা বা রাতের দিকেই দর্শনার্থীরা প্যান্ডেল হপিংয়ে আগ্রহী। তাঁরা যাতে নিরাপদে অনেক রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঠাকুর দেখতে পান, সেকথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল এবার বাড়তি উদ্যোগ নিল। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, বনগাঁ, বারাসত, বারাকপুর-সহ বিভিন্ন শাখায় আপে ৬টি ও ডাউনে ৬টি বিশেষ ট্রেন চলবে আগামী ৮ থেকে ১১ তারিখ।

মমতামুক্ত বাংলা

এবার দিল্লিকে রাহুলমুক্ত করার ডাক নবীনের

বাংলা মমতামুক্ত হয়েছে। রাজ্যে হেরে দিল্লিতে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন তিনি। ধর্মতলায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচি থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন। বাংলা যেমন মমতামুক্ত হয়েছে তেমন দিল্লিকেও রাহুলমুক্ত করার ডাক দেন তিনি। এই সভা থেকেই বিরোধীদের তোপ দাগেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি এসআইআরের 'আসল' অর্থ স্পষ্ট করে দেন। তিনি জানান, এসআইআরের অর্থ হল, অনুপ্রবেশকারী ভাগাও। এসআইআর ও জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সভা করেন বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডি' জোট। বিরোধীদের এই 'মিথ্যাচারের' বিরুদ্ধে পালটা পথে নেমেছে বিজেপিও। দেশের বিভিন্ন শহরে 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কলকাতাতেও মেগা ব্যালি করল বিজেপি। কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হওয়া



এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন নীতীন নবীন। মিছিলটি শেষ হয় ধর্মতলায়। সেখানে সভা থেকে বিরোধীদের তুলোধনা করেন নীতীন নবীন। তিনি জানান, গণতন্ত্র বাঁচানোই মূল লক্ষ্য বিজেপির। বিজেপির কাছে দেশ সবার আগে, ব্যক্তি পরে। বিরোধীদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ সবার আগে। শুভেন্দুর প্রশংসাও শোনা যায় তাঁর মুখে। তিনি জানান, মমতামুক্ত বাংলা থেকে তোলাবাজি শেষ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে তৃণমূলের গুন্ডাগিরি বন্ধ করেছেন শুভেন্দু।ধর্মতলার সভা থেকে শুভেন্দু জানান, সোমবার 'অনুপ্রবেশকারী ভাগাও' স্লোগান তুলে কলকাতার রাজপথে নেমেছে বিজেপি। এই কর্মসূচিতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছে। দুর্নীতি, পরিবারবাদ ও তোষণের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতেই বিরোধীরা এখন একত্রিত। কিন্তু জনতার সমর্থন বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। পাশাপাশি ধর্মতলার সভা থেকে আরশোলা, ছারপোকা, জামাতি, দিমাগি নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাংদের উৎখাতের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঙ্কার, গত নির্বাচনের মতো কলকাতা, হাওড়া পুরনির্বাচনেও বিরোদীদের সাফ করে দেবে বিজেপি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:28 Page 2

রাতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুম

পুরুষের জন্য যে বিপদ





কাজের চাপ, দুশ্চিন্তায় ঘুম কম হওয়া স্বাভাবিক। তবে রাতের পর রাত যদি ঘুম কম হয়, তাহলে মুশকিল। কম ঘুমের কারণে ক্লান্তি, অবসাদ গ্রাস করছে। কম ঘুম পুরুষদের শুক্রাণুদের মান কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বন্ধ্যত্বের সমস্যা আরও বাড়ছে। বিশেষ করে যারা রাতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমান তাদের এই সমস্যা হতে পারে।

ঘুম এবং হরমোন

শরীরের একটি ঘড়ি আছে, যাকে বলে 'জৈবিক ঘড়ি'। এই ঘড়ি নির্দিষ্ট ছন্দে চলে। দেহঘড়ির এই ছন্দ মেনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নানা গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ চলতে থাকে। রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম আসে, সকালে ঘুম ভাঙে, নির্দিষ্ট সময়ে খিদে পায়। এই জৈবিক সময়ছন্দকে বলা হয় 'সার্কাডিয়ান রিদম', বা 'বায়োলজিক্যাল ক্লক'।

সেই মতো হরমোনের ক্ষরণও নিয়ন্ত্রিত হয়। হার্ভার্ডের গবেষকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে জেগে থাকেন, ভোরের দিকে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমান, তার শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ভারসাম্য ঠিক নেই। আর এই হরমোনের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে শুক্রাণুর উৎপাদন ও তার গুণগত মানও নষ্ট হবে। ফলে স্বাভাবিক

ভাবেই বন্ধ্যত্বের সমস্যা বাড়বে।দেহঘড়ি বিগড়ে গেলে কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণও বাড়ে। একে বলা হয় 'স্ট্রেস হরমোন'। কর্টিসল বেড়ে গেলে টেস্টোস্টেরনের ক্ষরণ কমে যায়। ফলে 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'-র ঝুঁকি বাড়ে। এই রোগে ঘুমের মধ্যে বারে বারে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ব্যথা বাড়ে, যা থেকে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে।দেহঘড়ি দীর্ঘ সময় ধরে বিঘ্নিত হলে টাইপ-২ ডায়বিটিস, স্থূলতা, হৃদ্ রোগ, ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। এর থেকেও শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যেতে পারে। তাই রাতে টানা ঘুম জরুরি। ঘুম না আসে তাহলে মেডিটেশন করুন।

কাজের চাপ, দুশ্চিন্তায় ঘুম কম হওয়া স্বাভাবিক। তবে রাতের পর রাত যদি ঘুম কম হয়, তাহলে মুশকিল। কম ঘুমের কারণে ক্লান্তি, অবসাদ গ্রাস করছে। কম ঘুম পুরুষদের শুক্রাণুদের মান কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বন্ধ্যত্বের সমস্যা আরও বাড়ছে। বিশেষ করে যারা রাতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমান তাদের এই সমস্যা হতে পারে।ঘুম এবং হরমোনশরীরের একটি ঘড়ি আছে, যাকে বলে 'জৈবিক ঘড়ি'। এই ঘড়ি নির্দিষ্ট ছন্দে চলে। দেহঘড়ির এই ছন্দ মেনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নানা গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ চলতে থাকে। রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম আসে, সকালে ঘুম ভাঙে, নির্দিষ্ট সময়ে খিদে পায়। এই জৈবিক সময়ছন্দকে বলা হয় 'সার্কাডিয়ান রিদম', বা 'বায়োলজিক্যাল ক্লক'।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:28 Page 3

ফেডারেশনের ভোটে কড়া নিয়ম,

বাদ পড়া টেকনিশিয়ানদের পাশে থাকার বার্তা মিঠুন-রূপার



দীর্ঘ টানাপড়েনের পরে টলিপাড়ায় ফেডারেশনের নির্বাচন শেষ হল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। রবিবার ছিল ভোটের শেষ দিন। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় গিয়ে পরিস্থিতি দেখলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ছিলেন বিধায়িকা-অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও। ভোটের নিয়ম মানা থেকে শুরু করে ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ;দুই ক্ষেত্রেই তাঁদের বক্তব্যে ছিল স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার বার্তা। ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি দেখে মিঠুন বলেন, ক্ষুব্ধভোটদান পর্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে।

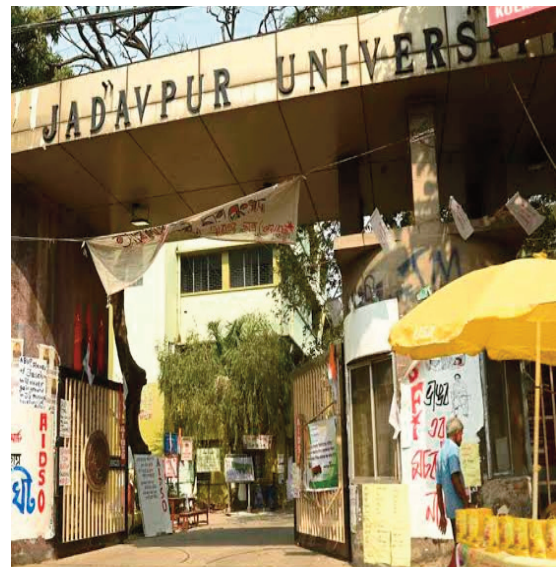
ভোটার, প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনার ছাড়া আর কারও ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। নিয়ম মেনে যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।ক্ষু তবে ভোটার তালিকা

নিয়ে ক্ষোভও রয়েছে একাংশের কলাকুশলীর। প্রয়োজনীয় কার্ড বা নথি জমা না থাকায় যাঁদের নাম তালিকায় ওঠেনি, তাঁদের উদ্দেশে মিঠুনের আশ্বাস, ক্ষুভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হলেই বাদ পড়া মানুষদের নিয়ে আমরা বসব এবং প্রত্যেকের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। শুধু ভোটাধিকার নয়, টলিউডে পরিচয়পত্রের স্বচ্ছতা নিয়েও তাঁর বার্তা স্পষ্ট। মিঠুন বলেন, ক্ষুইন্ডাস্ট্রিতে থাকা বহু ভুয়ো কার্ড ও বেনিয়ম যাচাই করে দেখা হচ্ছে। যাঁরা প্রকৃত কর্মী এবং যাঁদের কার্ড আসল, তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা হবে।ক্ষু রূপা অবশ্য নির্বাচনী বিধি মেনে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করেননি।

বাইরে থেকেই পুরো প্রক্রিয়া দেখেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে টলিপাড়ার দীর্ঘদিনের ক্ষমতার রাজনীতির প্রসঙ্গ। রূপা বলেন, একেবারে নিয়ম মেনেই ভোট হচ্ছে। অতীতে ইন্ডাস্ট্রিতে যেভাবে আধিপত্য ও খবরদারি চলেছে, তা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। আমি এখানে কোনও রাজনীতি বা নেতাগিরি করতে আসিনি; আমরা সবাই চাই সুস্থ কাজের পরিবেশ ও সঠিক সমাধান। পুলিশি নিরাপত্তা এবং সিসিটিভির নজরদারিতে দ্বিতীয় দিনের ভোট শেষ হওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে টেকনিশিয়ান মহলে। তবে ভোটের ফলের চেয়েও এখন বড় প্রশ্ন, দীর্ঘদিনের বিভাজন এবং অভিযোগের পরে নতুন কমিটি কতটা আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। বাদ পড়া কর্মীদের সমস্যা মেটানো এবং ভুয়ো পরিচয়পত্রের অভিযোগের নিষ্পত্তিই সেই পরীক্ষার প্রথম ধাপ বলে মনে করছেন ইন্ডাস্ট্রির একাংশ।

যাদবপুরে ছাত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীর ক্যাম্পাসে ঢোকা বন্ধ

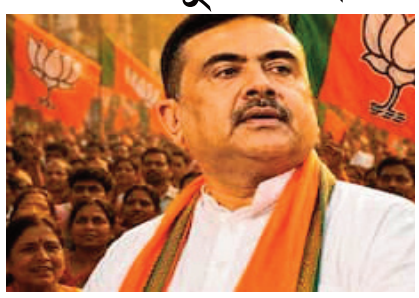


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন ওই ছাত্রী। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কর্মীর ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় টেকনোলজি ভবনে ঘটনাটি ঘটে। কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের কয়েক জন ছাত্রী ভবনের উপরের তলার সিঁড়ির কাছে বসেছিলেন। অভিযোগ, তাঁদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেন এক শিক্ষাকর্মী।

অন্য ছাত্রীরা নীচে চলে গেলেও এক ছাত্রী অন্য একটি তলায় থেকে যান। ওই ছাত্রীর অভিযোগ, কিছু পরে শিক্ষাকর্মী সেখানে গিয়ে তাঁর নাম, বিভাগ এবং ফোন নম্বর জানতে চান। তাঁকে নীচে নিয়ে যাওয়ার সময় হাত ধরে টানাটানি করা হয় এবং অশালীন আচরণ করা হয় বলেও অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন তিনি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। দ্রুত উপাচার্যের কাছে বিষয়টি জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্রীটিকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতেই অভিযোগ জানান।

উপাচার্য জানিয়েছেন, ক্ষুনিয়ম মেনেই নিরপেক্ষ তদন্ত হবে।ক্ষু তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অভিযুক্তকে ক্যাম্পাসের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওই শিক্ষাকর্মী। তাঁর বক্তব্য, টেকনোলজি ভবনের সংশ্লিষ্ট তলায় আগে ল্যাপটপ চুরির ঘটনা ঘটেছিল। তাই অনুমতি ছাড়া পড়ুয়াদের সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, ছাত্রীরা সেখানে বসে থাকায় তাঁদের সতর্ক করতেই তিনি উপরে গিয়েছিলেন। কোনও ধরনের শ্লীলতাহানি বা অশালীন আচরণ করেননি বলেও দাবি তাঁর। বরং তাঁকে পরিকল্পিত ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে নিরাপত্তা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টেই স্পষ্ট হবে, ঘটনাটির প্রকৃত পরিস্থিতি কী ছিল এবং পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদক কারবারিদের ‘লোহার হাতে’ দমনের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর



রাজ্যে সক্রিয় মাদক পাচারকারী ও অপরাধী চক্রগুলির বিরুদ্ধে এবার চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাফ জানিয়ে দিলেন, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে আসা কোনো মাদক কারবারিকে রেয়াত করা হবে না; তাদের ‘লোহার হাতে’ কঠোরভাবে দমন করা হবে। মালদা জেলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর এক সফল অভিযানে প্রায় পৌনে তিন কেজি নিষিদ্ধ মরফিন উদ্ধার এবং একটি আন্তঃরাজ্য চক্রের চার মূল পাণ্ডা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই কড়া বার্তা দিলেন তিনি। পুলিশের এই তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের পর এক আনুষ্ঠানিক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাদক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের চলমান অভিযানের একটি বড় সাফল্যে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ-এর একটি সতর্ক দল মালদা জেলার কালিয়াচকের মধুঘাটের কাছে এনএইচ-১২ -এর ওপর একটি গাড়ি আটক করে। সেখান থেকে আনুমানিক ২.৬৮৮ কেজি নিষিদ্ধ মরফিন উদ্ধার করা হয়েছে এবং একটি আন্তঃরাজ্য মাদক নেটওয়ার্কের চারজন মূল অপারেটরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্রটির শিকড় উপড়ে ফেলতে ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সের সক্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ক্ষুআমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং এসটিএফ-এর আধিকারিক ও কর্মীদের তাদের দ্রুত, সমন্বিত পদক্ষেপ এবং কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে মাদক মাফিয়াদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, আমি মাদক চোরাকারবারি, র‍্যাকেটিয়ার এবং সিন্ডিকেট অপারেটরদের মনে করিয়ে দিতে চাই;তাদের লোহার হাতে দমন করা হবে। আমাদের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবং নেশা মুক্ত ভারত অভিযান-এর অধীনে আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করতে আমাদের সরকার মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ বজায় রাখছে।ক্ষু প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচকের মধুঘাট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ফাঁদ পেতেছিল এসটিএফ-এর বিশেষ দল। গাড়িটি সেখানে পৌঁছতেই সেটিকে ঘিরে ফেলা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় আড়াই কেজিরও বেশি (২.৬৮৮ কেজি) উচ্চমানের মরফিন বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার বাজারমূল্য কোটি টাকারও বেশি।

ডিম হামলার পর কালীঘাটে মমতার বাড়ির নিরাপত্তা আরও কড়া, উঁচু হল ব্যারিকেড



কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হল। বাড়ির সামনের ব্যারিকেডের খোলা অংশে নতুন করে উঁচু লোহার রেলিং ও কাঠামো বসানো হয়েছে। নিরাপত্তা পর্যালোচনার পর ডিরেক্টর অব সিকিউরিটির নির্দেশেই এই ব্যবস্থা বলে পুলিশ সূত্রের খবর। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই বদলের পিছনে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনের পরে তৃণমূল নেতাদের ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ঘটনা সামনে এসেছে। কালীঘাটেও বিক্ষোভকারীদের স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে মমতার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের উপর ডিম ছোড়ার ঘটনাটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে পর্যালোচনার মধ্যে নিয়ে আসে। অভিযোগ, কালো পোশাক পরা এক যুবক কুণালের মাথা লক্ষ্য করে ডিম ছুড়েছিলেন। বাড়ির বাইরে থেকে কোনও ব্যক্তি যাতে নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে আক্রমণাত্মক কিছু ছুড়ে দিতে না পারেন, সেই ঝুঁকিই এবার কমানোর চেষ্টা হয়েছে।

এর আগে জুন মাসে কালীঘাটের ওই বাড়ির সামনে একটি অস্থায়ী ‘ভিউ কাটার’ বসানো হয়েছিল। তার নীচের অংশে লোহার ব্যারিকেড থাকলেও উপরের দিকে ফাঁকা জায়গা ছিল। ফলে বাইরে থেকে ভিতরের অংশের কিছুটা দেখা যেত। সেই সঙ্গে কোনও বস্তু ছুড়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। এবার সেই খোলা অংশটিই লোহার রেলিং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কাঠামো যুক্ত হওয়ায় ব্যারিকেডের উচ্চতা বেড়েছে এবং নিরাপত্তা বলয় কার্যত আরও ঘন হয়েছে। পুলিশের মতে, এর ফলে বাইরে থেকে বাড়ির ভিতরের চত্বর দেখা যেমন কঠিন হবে, তেমনই কোনও বস্তু ছুড়ে ভিতরে ফেলার সুযোগও অনেকটাই কমবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন শুধু স্থাপত্যগত নয়,

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও প্রতিফলন। বাড়ির সামনে বিক্ষোভ বা আকস্মিক হামলার সম্ভাবনা মাথায় রেখে এখন মূল লক্ষ্য দূরত্ব বজায় রাখা এবং বাইরের গতিবিধির প্রভাব বাড়ির ভিতরে পৌঁছতে না দেওয়া। পুলিশের

নজরদারির পাশাপাশি স্থায়ী কাঠামোর মাধ্যমে সেই সুরক্ষা বলয় আরও শক্ত করা হল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:28 Page 4

স পাদকীয়

২ নভেম্বর ২০২৬ ।। সোমবার

মায়ের টানেই উড়ান

রোজগারের তাগিদে ঘর ছেড়ে হাজার মাইল দূরে পাড়ি দেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।জীবিকার সন্ধানে কেউ পাড়ি দেন চেন্নাই, কেউ মুম্বই, কেউ আবার দিল্লি কিংবা বেঙ্গালুরু। পরের রাজ্যে, অচেনা শহরে দিনরাত পরিশ্রম করে তাঁরা উপার্জন করেন পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। অথচ সেই উপার্জনের পিছনে লুকিয়ে থাকে কত না বলা কষ্ট, কত উৎসবের দিন একা কাটানোর যন্ত্রণা, কত আপনজনের মুখ দেখার আকুলতা! জীবনের এই কঠিন বাস্তবতার মাঝেই কখনও কখনও এমন কিছু ঘটনা সামনে আসে যা মনে করিয়ে দেয় টাকা দিয়ে সবকিছুর মূল্য মাপা যায় না। মায়ের স্নেহ,পরিবারের ভালোবাসা আর নিজের মাটির টান যে কোনও হিসাবের ঊর্ধ্বে।বিহারের যুবক সত্যরোহন কুমারের সিদ্ধান্ত যেন সেই চিরন্তন সত্যকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এল। পেশায় তিনি একজন ওয়েল্ডার। কাজের সূত্রে থাকেন দূর চেন্নাইয়ে। পরিশ্রম করে উপার্জন করেন, আর সেই উপার্জনের উপর নির্ভর করে থাকে পরিবারের নানা প্রয়োজন। কিন্তু ছটপুজোর সময় যত এগিয়ে এল, ততই যেন মন পড়ে রইল বাড়িতে। মায়ের কাছে, পরিবারের কাছে, নিজের চেনা উঠোনে। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার সেই আকুলতার কাছেই হার মানল প্রবাসের ব্যস্ততা। বিমানের টিকিট কাটতে মাসের প্রায় গোটা বেতনই খরচ করে ফেললেন তিনি। চেন্নাই থেকে বিমানে পটনা, তারপর নিজের মানুষের কাছে ফেরা এই যাত্রা তাঁর কাছে নিছক ভ্রমণ নয়, আবেগের কাছে ফিরে যাওয়ার এক অনন্য গল্প।নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে যাত্রার ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন সত্যরোহন। সেখানে লেখা, 'মা ডাকলে ছেলে গ্রামে ফিরবে না, প্রবাসের এত জোর নেই!' কয়েকটি শব্দ, অথচ তার ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে প্রবাসী জীবনের গভীরতম অনুভূতি। যে মা সন্তানের অপেক্ষায় দিন গোনেন, যে পরিবার উৎসবের দিনে প্রিয়জনের অনুপস্থিতি অনুভব করে, সেই সম্পর্কের টানকে কোনও দূরত্ব দিয়ে আটকে রাখা যায় না। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষের আবেগ ছুঁয়ে গিয়েছে এই ঘটনা।প্রশ্ন উঠতেই পারে,মাসের প্রায় পুরো বেতন খরচ করে বিমানে বাড়ি ফেরা কি আর্থিক বিচক্ষণতার পরিচয়? যে মানুষটি কঠোর পরিশ্রম করে সামান্য সামান্য করে টাকা জমান, তাঁর কাছে প্রতিটি টাকার গুরুত্ব অপরিসীম। ভবিষ্যতের প্রয়োজন, সংসারের খরচ,পরিবারের দায়িত্ব সবই তাঁর হিসাবের মধ্যে থাকার কথা। কিন্তু জীবনের সব সিদ্ধান্ত কি কেবল লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে নেওয়া যায়? কিছু মুহূর্ত থাকে, যার মূল্য অর্থ দিয়ে বিচার করা অসম্ভব। মায়ের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটানো, পরিবারের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া কিংবা দীর্ঘদিন পর পরিচিত মুখগুলির সামনে বসে মন খুলে কথা বলা এসবের কোনও নির্দিষ্ট দাম হয় না।ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন এমনই হাজারো ত্যাগের গল্পে ভরা। গ্রামের বাড়ি ছেড়ে তাঁরা শহরে যান কাজের সন্ধানে। কখনও নির্মাণক্ষেত্রে, কখনও কারখানায়,কখনও হোটেলে, আবার কখনও অন্য কোনও কঠিন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ সেই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত আনন্দ, উৎসবের ছুটি, এমনকি পরিবারের সঙ্গে কাটানোর মূল্যবান সময়টুকুও বিসর্জন দিতে হয়। ছুটি পাওয়া যায় না, যাতায়াতের খরচ বহন করা কঠিন হয়, আবার কাজ হারানোর ভয়ও তাড়া করে বেড়ায় অনেককে। ফলে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা থাকলেও অনেকের পক্ষে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না।বিহারের মানুষের কাছে ছটপুজো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি পরিবার, বিশ্বাস, শিকড় এবং সামাজিক বন্ধনের এক গভীর মিলনক্ষেত্র। নদী বা জলাশয়ের ঘাটে সূর্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন, , ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন।

ফাটাকেষ্টর কালীপুজো

মিথ, সেলিব্রিটি এবং কিংবদন্তির আড়ালে অচেনা ভারতবর্ষ

সুনীল মাইতি

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক







ভারতবর্ষ বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দেশ; যেখানে উৎসব কেবল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং সামাজিক মেলবন্ধন; ইতিহাস এবং লোকায়ত বিশ্বাসের এক গভীর অন্তর্জাল। দুর্গাপূজা মানেই যেমন কলকাতার চোখ ধাঁধানো থিম আর আলো; তেমনি কালীপুজো বলতেই অবধারিতভাবে সামনে আসে উত্তর কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোড বা আমহার্স্ট স্ট্রিটের নাম, যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কিংবদন্তি কৃষ্ণচন্দ্র দে; যিনি সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত 'ফাটাকেষ্ট' নামে। ফাটাকেষ্টর কালীপুজো আজ কেবল একটি পাড়ার বারোয়ারি উৎসব নয়; এটি এমন এক মিথ যা পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডি পেরিয়ে সারা ভারতবর্ষের অপরাধবিদ্যা; সমাজতত্ত্ব লোকসংস্কৃতি এবং বিনোদন জগতের গবেষকদের কাছে এক বিস্ময়কর এবং অচেনা অধ্যায়। এই পূজার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং তারকাবহুল দিকটি হলো; এতে কলকাতার গন্ডি ছাড়িয়ে মুম্বাইয়ের রুপালি পর্দার মেগাস্টারদের অবাধ যাতায়াত।

এক সাধারন রিক্সা চালক থেকে কিংবদন্তের উত্থান.

কৃষ্ণচন্দ্র দে কিভাবে 'ফাটাকেষ্ট' হয়ে উঠলেন; তার ইতিহাস রোমাঞ্চকর এবং কিছুটা নির্মমও বটে। বিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার অপরাধ জগতের সমীকরণ পরিচালিত হতো পেশী শক্তি এবং এক অদ্ভুত ধরনের 'লোকাল রবিন হুড- সুলভ মানসিকতার দ্বারা। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন এমনই এক চরিত্র, যিনি একদিকে ছিলেন ত্রাস অন্যদিকে গরিবের ত্রাতা।

কৈশোরে বা যৌবনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে তাঁর কপাল বা মাথা ফেটে যাওয়ার ঘটনা এবং প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা তাঁকে 'ফাটাকেষ্ট' উপাধিতে ভূষিত করে। অপরাধ জগতের এই অন্ধকার কোণ থেকে কিভাবে তিনি ত্রাতার আসনে বসলেন; তা এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্য। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন ক্ষমতার এক বিকল্প প্রতীক। এই পটভূমিকা থেকেই জন্ম নেয় তাঁর কালীপুজো, যা ছিল সমাজকে জানান দেওয়ার মাধ্যম যে; অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের ক্ষমতা কেবল ভদ্রসমাজের একচেটিয়া অধিকার নয়। সেলিব্রেটি গ্ল্যামারউত্তম কুমার; অমিতাভ বচ্চন এবং রাজেশ খান্নার উপস্থিতিফাটাকেষ্টর কালীপুজোকে যে বিষয়টি সর্বভারতীয় মাত্রা এবং এক অনন্য উচ্চতা দিয়েছিল; তা হলো তৎকালীন সময়ের ভারতীয় সিনেমার অবিসংবাদিত সুপারস্টারদের উপস্থিতি। এই পুজো কেবল পাড়ার মোড়ের জমায়েত ছিল না; হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বিনোদন জগতের মিলনমেলা।

মহানায়ক উত্তম কুমার..

বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে ফাটাকেষ্টর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ। উত্তর কলকাতার এই পূজোয় উত্তম কুমারের উপস্থিতি প্রতিবারই জনসমুদ্রে জোয়ার আনত। বাংলা চলচ্চিত্রের গ্ল্যামার যখন আন্ডারওয়ার্ল্ড বা লোকায়ত এক নেতার পূজো মণ্ডপে এসে মিশত; তখন তা এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি করত।

অমিতাভ বচ্চন ও রাজেশ খান্না..

আশ্চর্যের বিষয় হলো; ফাটাকেষ্টর কালীপুজোর জৌলুস এবং তার 'রবিন হুড' ইমেজ কেউ কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা আকৃষ্ট করেছিল মুম্বাইয়ের বলিউডকেও। সেই সময়ের রোমান্টিক হৃদস্পন্দন রাজেশ খান্না এবং তৎকালীন 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' অমিতাভ বচ্চনের মতো জাতীয় তারাকারা নিয়মিত আসতেন এই পুজোয় অংশ নিতে। পর্দার হিরো এবং বাস্তবের এক ভিন্নধর্মী নেতা এই সখ্যতা সাধারণ মানুষের উন্মাদনাকে চরমে পৌঁছে দিত। বলিউড সুপারস্টারদের উপস্থিতি এই পূজাকে নিছক একটি স্থানীয় উৎসব থেকে এক জাতীয় সেলিব্রেটি ইভেন্টে রূপান্তরিত করেছিল; যার সিক্রেট বা অজানা ইতিহাস আজও বহু মানুষের কাছে বিস্ময়কর। ফাটাকেষ্টর কালীপুজো মানেই ছিল সাড়ম্বর আয়োজন; বিরাট তোরণ; চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা; ঢাকিদের উন্মাদনা। এর অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব অত্যন্ত গভীর,

১.সেই যুগে এই পুজো বহু সাধারণ মানুষ ও দিনমজুরদের জীবিকার সংস্থান করত। আন্ডারওয়ার্ল্ডের অর্থের একটি বড় অংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার সংস্কৃতি এক বিকল্প সমাজ গঠন করেছিল।

২. রাজনৈতিক দল এবং চলচ্চিত্র জগতের হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিত্বদের এই মিলনমেলা প্রমাণ করত যে,ফাটাকেষ্টর প্রভাব কতটা সুদূর প্রসারী ছিল। ফাটাকেষ্টর চরিত্রটি কোনো সরলরৈখিক চরিত্র ছিল না। তিনি যুগপৎ ত্রাস এবং ভক্তিভাজনের পাত্র ছিলেন। তাঁর পূজোয় জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অনুসারীদের মতে; তিনি বহু গরিবের সেবায় এগিয়ে এলেও, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এক ধরনের সমান্তরাল সমাজ চালাতেন।এই দ্বৈততাই তাঁর পুজোকে অপরাধতত্ত্বের অনন্য কেস স্টাডিতে পরিণত করেছে। আজ কৃষ্ণচন্দ্র দে বা মহানায়ক উত্তম কুমার নেই; কিন্তু রয়ে গেছে তাঁদের স্মৃতি; মিথ আর ফাটাকেষ্টর সেই ঐতিহাসিক কালীপুজো। কালক্রমে এই পুজো অনেকখানি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। আজকের প্রজন্ম হয়তো সেই গ্যাং ওয়ার বা রূঢ় বাস্তবতার গল্পগুলো সেভাবে জানে না; তারা দেখে কেবল আলো আর জাঁকজমক। তবে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে; ফাটাকেষ্টর কালীপুজো কেবল ঢাকের বাদ্যি নয়;এটি এমন এক মঞ্চ যেখানে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি; অপরাধজগতের ডন এবং মুম্বাই- কলকাতার রুপালি পর্দার সুপারস্টাররা একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। এই অনন্য এবং অচেনা দিকটিই প্রমাণ করে যে; ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি বড্ড বৈচিত্র্যময়; যেখানে আলো এবং অন্ধকারের সীমারেখা বড্ড ঝাপসা।

ভারতবর্ষ বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দেশ; যেখানে উৎসব কেবল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং সামাজিক মেলবন্ধন; ইতিহাস এবং লোকায়ত বিশ্বাসের এক গভীর অন্তর্জাল। দুর্গাপূজা মানেই যেমন কলকাতার চোখ ধাঁধানো থিম আর আলো; তেমনি কালীপুজো বলতেই অবধারিতভাবে সামনে আসে উত্তর কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোড বা আমহার্স্ট স্ট্রিটের নাম, যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কিংবদন্তি কৃষ্ণচন্দ্র দে; যিনি সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত 'ফাটাকেষ্ট' নামে। ফাটাকেষ্টর কালীপুজো আজ কেবল একটি পাড়ার বারোয়ারি উৎসব নয়; এটি এমন এক মিথ ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:28 Page 5

মালদায় গ্রীন বাজি বাজারের সূচনা

নয়া জামানা, মালদা ঃ উৎসবের মরসুমে পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রির জন্য এগ্রিকালচার ফার্ম ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল 'গ্রীন বাজি বাজার'। জেলা প্রশাসন ও মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে

আয়োজিত এই বিশেষ বাজারের শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চিফ হুইপ তথা ইংলিশ বাজারের বিধায়ক ও পৌরপ্রধান অম্লান ভাদুড়ী, জেলাশাসক রাজেন বির সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং এবং মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি অসিত সাহা ও সম্পাদক উত্তম বসাক সহ অন্যান্যরা। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার বার্তা দিতেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বারের এই মেলায় মোট ৫৬টি স্টল বসেছে, যেখানে শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব ও





অনুমোদিত সবুজ বাজি বিক্রি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এবং আইনসম্মত আতশবাজি বিক্রির বিষয়টি নিশ্চিত করতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সুব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা জানান, পরিবেশ রক্ষা এবং শব্দদূষণ কমানোর পাশাপাশি উৎসবের আনন্দ বজায় রাখতে এই ধরনের বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা মেনে শুধুমাত্র সবুজ বাজি কিনতে এবং কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপদে উৎসব কাটাতে সাধারণ মানুষকে দলে দলে এই মেলায় আসার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বাজি বাজার চালু হওয়ায় সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যেও দারুণ উৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

অ-আদিবাসীদের এসটি অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ



নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার পাথরকাটা ফুটবল ময়দানে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এক ঐতিহাসিক আদিবাসী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের আহ্বানে এবং ২৩টি আদিবাসী সংগঠনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সমাবেশে দেড় লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে। এর জেরে মানবাজার-পুঞ্চা ও মানবাজার-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।সমাবেশের মঞ্চ থেকে আদিবাসী নেতৃত্বরা সাফ জানিয়ে দেন যে, জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া কিংবা রেয়ার আর্থ খনিজের নামে বন-প পাহাড় ধ্বংস করার চক্রান্ত বরদাস্ত করা হবে না। প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও দক্ষিণবঙ্গের আহ্বায়ক রাজেন টুডু ও জেলা পারগানা রতনলাল হাঁসদা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের মতো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তাঁরা। কড়াডি মাঠে করম পরবে আদিবাসী জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার দুই কৃতি শবর রমনী-রমণিতা শবর ও রত্নাবলি শবরকে সসম্মানে স্মরণ করা হয়। তবে এদিনের এই বিশাল সমাবেশে অসুস্থ হয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সবমিলিয়ে আদিবাসীদের এই আন্দোলন ও হুঁশিয়ারি রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

রাজীব ভৌমিকের উপস্থিতিতে জঙ্গিপুরে কিষান মোর্চার বিজয়া সম্মিলনী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরে কিষান মোর্চার উদ্যোগে সম্প্রতি একটি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে এলাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থমূলক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি রাজীব ভৌমিক। এছাড়া জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট পদাধিকারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও এই আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে কিষান মোর্চার সভাপতি সুবল ঘোষ এবং মিডিয়া সেলের কো-ইনচার্জ সৌগত মণ্ডলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো, এই বিজয়া সম্মিলনীতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সাধারণ মানুষের কল্যাণে চিকিৎসকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জঙ্গিপুর মহকুমা



হাসপাতালের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে স্থানীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা। হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন, রোগীদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং চিকিৎসা পেতে সাধারণ মানুষের যেসব অসুবিধা ও বাধা সৃষ্টি হয়, তা কীভাবে দ্রুত দূর করা সম্ভব;সে বিষয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। উপস্থিত চিকিৎসকরা ও নেতৃত্ববৃন্দ এই বিষয়ে নিজেদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সবমিলিয়ে, এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানটি রাজনৈতিক গণ্ডির বাইরে গিয়ে সামাজিক সম্প্রীতি এবং জনকল্যাণমূলক আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:29 Page 6

কালী ও ছট পুজোয় নিরাপত্তা জোরদারে মালদায় জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক

নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন কালীপূজা ও ছট উৎসবকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করল মালদা জেলা প্রশাসন।



কলকাতার পুজো মণ্ডপে সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে মালদায় কোনোভাবেই না ঘটে, সে লক্ষ্যেই এই আগাম প্রস্তুতি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে মালদায় উপস্থিত হয়ে এক বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠকে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। ইংরেজবাজার পৌরসভার কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদার জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং, রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি সহ পৌরসভার কাউন্সিলর ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে উৎসবের দিনগুলিতে জেলার অতিরিক্ত ভিড়প্রবণ পুজো মণ্ডপগুলিতে কঠোর নিরাপত্তা জোরদার করা, দর্শনার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নদীঘাটগুলিতে ছটপুজোর সময় প্রয়োজনীয় নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ জানান, পূর্বের তিতা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী আগেভাগে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। পৌরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়িও নিশ্চিত করেছেন যে, সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা যৌথভাবে সমস্ত রকম প্রশাসনিক প্রস্তুতি সেরে রাখছে।

জট কাটিয়ে মালদা ডিপিএসসি-র দায়িত্ব পেলেন শিক্ষক বিষ্ণুপদ রায়

নয়া জামানা, মালদা ঃ অবশেষে মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান নিয়োগ ঘিরে তৈরি হওয়া দীর্ঘদিনের জট কাটল। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মালদা জেলার নতুন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন শিক্ষাবিদ শ্রী বিষ্ণুপদ রায়। জেলার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছ থেকে খুব শীঘ্রই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হচ্ছে।শিক্ষক মহলে অত্যন্ত পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বিষ্ণুপদ রায়। মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাই স্কুলে তাঁর



শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে তিনি নালাগোলার গাড়াঢুল হাই স্কুল এবং ঐতিহ্যবাহী ললিত মোহন হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২৪ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়া এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ তাঁর মেধা, নেতৃত্ব এবং বিদ্যালয় উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানেও বিষ্ণুপদ রায় একজন পরিচিত মুখ ।একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষক জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ায় মালদার শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মহলে আনন্দের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। জেলার শিক্ষক সংগঠনগুলি আশা প্রকাশ করেছে যে, তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা সমাধান এবং প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাজি উদ্ধারে পুলিশি অভিযান

কোলাঘাট গ্রামকালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে তল্লাশি অভিযান। সেই অভিযানে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের পয়াগ গ্রাম থেকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৬০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি। পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের জেরে গ্রেফতারির আশঙ্কায় গ্রামের পুরুষেরা গা ঢাকা দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। বর্তমানে কার্যত পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম।সোমবার পয়াগ গ্রামের একাধিক বাজি কারিগরের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকে প্রায় ২০০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়। এর আগে, প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ওই গ্রামের বাজি ব্যবসায়ী রাজকুমার হাইতের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৪০০ কেজি বাজি উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারীরা। সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া বাজির পরিমাণ প্রায় ৬০০ কেজি। ব

রাজ্য সড়কের জমি দখল করে দোকান নির্মাণ, তদন্তে ট্রাফিক পুলিশ

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে রাজ্য সড়কের জমি ও সরকারি মাইলস্টোন দখল করে দোকান নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জগামী রাজ্য সড়কের পাশে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন যেখানে শিলিগুড়ির দূরত্ব ৬৯ কিমি এবং রায়গঞ্জের দূরত্ব ১০৭ কিমি উল্লেখ রয়েছে তার সংলগ্ন সরকারি জমি জবরদখল করে ওই দোকানটির একাংশ তৈরি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে



দোকানটির মালিক প্রণব দাস নির্মাণকাজে ভুল হওয়ার কথা স্বীকার করেন। তাঁর দাবি, মিস্ত্রিদের অসাবধানতা ও ভুলের কারণেই সরকারি জায়গার ওপর দোকানের অংশটি গড়ে উঠেছে এবং তিনি দ্রুত ওই অবৈধ অংশ ভেঙে সরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে, এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ইসলামপুর ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সরকারি রাস্তার জমি বেআইনিভাবে দখলের এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বালুরঘাটে 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' স্লোগানে বর্ণাঢ্য মিছিল

নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে এবং সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে আয়োজিত হল এক ব্যতিক্রমী ও অরাজনৈতিক মিছিল। 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার সন্ধ্যায় বালুরঘাটের যুবশ্রী মোড় থেকে এই বিরাট মিছিল শুরু হয়। দলমত নির্বিশেষে এই মিছিলে অংশ নেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার এবং বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ বইপ্রেমী



মানুষ। শহরের বিভিন্ন প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি বালুরঘাট থানা মোড়ে এসে সমাপ্ত হয়। সেখানে সমবেত বিশিষ্টজনেরা কবিতা পাঠের পাশাপাশি উপস্থিত সকলের কাছে সৃজনশীল উপায়ে বই পড়ার অভ্যাস আরও বেশি করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রিয়জনকে অন্য কোনো উপহার দেওয়ার বদলে বই উপহার দেওয়ার এই বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। সংস্কৃতির শহর বালুরঘাটের বুকে এমন অভিনয় উদ্যোগ দেখে আপ্লুত হন শহরবাসী।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:29 Page 7

ফের গোষ্ঠী সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ মণিপুর

নাগা 'জঙ্গি'দের গুলিতে নিহত অন্তত ৩

২০২৩ সালে গোষ্ঠী সংঘাতের আগুনে পুড়েছিল মণিপুর ।বছরতিনেক পর আবারও জ্বলছে উত্তরপূর্বের রাজ্যটি। গত কয়েকদিন ধরেই সেখানে হিংসা ছড়াচ্ছে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মণিপুরে হিংসার বলি অন্তত তিন।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, নাগা গোষ্ঠীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত হয়েছেন কুকি জো সম্প্রদায়ের তিনজন ।শনিবারই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে বিরাট মিছিল করেছিল মেতেই এবং নাগা সম্প্রদায়।

তাদের অভিযোগ, কুকি জো সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজ্যে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে কেন্দ্র সরকার।

ওই বিরাট মিছিলের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় ইম্ফল। তবে এই হিংসার ঘটনাটি ঘটেছে মিছিলের কয়েকঘন্টা আগে। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ নাগা অধ্যুষিত রংমেই জেলার তাজেইকাইফুন গ্রামে। নাগাদের গুলিতেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে খবর ।কুকিদের সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুরের তোপ, কুকি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা দিচ্ছে না সরকার। কোনওরকম উসকানি না থাকা সত্ত্বেও নাগা হামলা চলছে কুকিদের উপর। সংগঠনের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না সরকার।

কুকিদের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চলছে ।উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে দুষ্কৃতীদের গুলিতে দুই গ্রামবাসীর মৃত্যুতে উত্তাল হয় ইম্ফল।

ইম্ফল ইস্ট ও কাংপোকপি জেলার সীমান্তে খোংবাল সুনুরোক উয়োক এলাকায় সম্প্রতি জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিলেন ১৬ জন গ্রামবাসী। তখনই পাহাড় থেকে নেমে এসে তাঁদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় সশস্ত্র জঙ্গিরা। এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়। তারপর পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর আকার নেয় যে, প্রতিবাদ স্বরূপ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাংলোর গেটের সামনে মৃতদেহ ফেলে যায় ক্ষুব্ধ জনতা। এই ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যাপক বাড়ানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর বাংলোর ।রাজ্যে নতুন



করে হিংসা ছড়াতেই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং সোজা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছেন। সূত্রের খবর, রাজ্যে শান্তি ফেরাতে সবরকমভাবে মণিপুর সরকারকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তাতেও হিংসা থামছে না।

'আন্টি-বেবির মধ্যে ভাব হয়েছে'

রামলীলা বিক্ষোভের আগে

বাম-তৃণমূলকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর



রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের বিক্ষোভের আগে গড়বেতার সভা থেকে ইন্ডি জোটকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । গড়বেতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একযোগে বাম ও তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে তোপ দাগেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, তএখন আন্টি আর বেবির মধ্যে ভাব ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে।দ তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'আন্টি' বলতে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বুঝিয়েছেন। গড়বেতার সভা থেকে বাম ও তৃণমূলকে একসারিতে রেখে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, তৃণমূল ও বামেদের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। তাঁর খোঁচা, অাহাই সিপিএম, তাহাই তৃণমূল।দ গড়বেতার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, এখানকার মানুষ দ্বিতীয় স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছেন।

চোর তৃণমূলকে গড়বেতার মানুষ শূন্য করে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল অনেক অত্যাচার করেছে। কাউকে ছাড়া হবে না।কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট নিয়েও হুঙ্কার দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, মানুষ সিপিএম ও তৃণমূলকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে। ফলতা, রেজিনগর, নন্দীগ্রাম তিন আসনেই জিতেছে বিজেপি। এবার পুরভোটেও শূন্য পাবে তৃণমূল ও বামেরা।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ভোটের সময় ডাক্তার প্রণত টুডুর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই মামলার এফআইআরের কপিটা তাঁকে পাঠাতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মামলায় ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছে, আর ক'জন হয়নি তা তিনি নিজে দেখ বেন। তাঁর কথায়, অাঁরা গ্রেপ্তার হয়নি তাঁদের চুলের মুঠি ধরে জেলে ঢোকাতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু', ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চলে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি



বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'। রবিবার মৌসম ভবনের জারি করা বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত এই ঝড়টি উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৩ কিলোমিটার গতিতে এগোচ্ছে।

আগামী ২ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ৩ নভেম্বর ভোররাতের মধ্যে এটি অন্ধ্রের নেল্লোর এবং নরসাপুরের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার বেগ সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে। এর জেরে অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর তামিলনাড়ু উপকূল জুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ ওড়িশার জেলাগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে সে রাজ্যের প্রশাসন।

বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী সুরেশ পূজারী জানিয়েছেন, নীচু এলাকা এবং বিপজ্জনক পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিনকয়েক আগেই পূর্ববর্তী ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া গঞ্জাম এবং গজপতি জেলায় নতুন করে বিপর্যয় এড়াতে ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি এনডিআরএফ এবং ওডিআরএএফ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখ া হয়েছে এবং সম্ভাব্য প্লাবন মোকাবিলায় পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও পানীয় জল মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

বিমা সংস্থাকে টাকা মেটানোর নির্দেশ উপভোক্তা কমিশনের !

বিদেশে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিপুল চিকিৎসা খরচের ধাক্কা সামলাতে হলেও বিমা সংস্থার কাছ থেকে মেলেনি কোনও ক্ষতিপূরণ।

অবশেষে এক প্রবীণ ভারতীয় মহিলার দায়ের করা মামলায় কড়া পদক্ষেপ করল চণ্ডীগড় উপভোক্তা কমিশন। ৬২ বছর বয়সি ওই অভিযোগকারীকে চিকিৎসার খরচ বাবদ ৯৪৪ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৯ হাজার টাকা) ফেরতের পাশাপাশি মানসিক হেনস্থা এবং মামলার খরচ বাবদ অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি বেসরকারি বিমা সংস্থাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সর্বমোট প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিতে হবে সংস্থাকে। পবনজিৎ সিংহ এবং ব্রিজমোহন শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পলিসি চলাকালীন চিকিৎসার ন্যায্য দাবি আটকে রেখে বিমা সংস্থাটি চূড়ান্ত পরিষেবার গাফিলতি ও অন্যায্য বাণিজ্যিক আচরণের পরিচয় দিয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 02-11-2026 23:29 Page 8

এবার ওয়ানডেতে বৈভব-অভিষেক ঝড়

১৩ বছর ধরে কাপ অধরা। গতবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কাছে হার। তাই এবার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে রীতিমতো শক্তিশালী দল পাঠাল ভারত। নভেম্বরে শুরু হতে চলা এই টুর্নামেন্টে ভারত 'এ' দলে ডাক পেয়েছেন অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশীরা। অধিনায়ক তিলক বর্মা। চোট সারিয়ে কামব্যাক করছেন হর্ষিত রানা। দলে আছেন বাংলা শাহবাজ আহমেদও। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ। এর পরের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। তার মাঝে ওয়ানডে ফরম্যাটের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলবে ভারত। ১৯ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে কাতারে এই টুর্নামেন্ট হবে। মূলত উঠতি তরুণ প্রতিভারা খেলেন। 'বি' গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, নেপাল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। প্রতি গ্রুপের প্রথম দুই দল সেমিফাইনালে যাবে। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর সেমিফাইনাল, ফাইনাল ২৯ নভেম্বর। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক তিলক বর্মা এই দলের অধিনায়ক। দু'বার আইপিএল জয়ী অধিনায়ক রজত পাতিদার সহ-অধিনায়ক। ১৫ জনের দলে আছেন দুই উইকেটকিপার- প্রভসিমরন সিং ও কুমার কুশাগ্র। এছাড়া অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, রিঙ্কু সিং ও প্রিন্স যাদবের মতো জাতীয় দলে খেলা তারকারা আছেন। অনেকের মতে অভিষেক ও বৈভবকে ৫০ ওভারের ম্যাচের জন্য তৈরি করা হচ্ছে বলেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন শাহবাজ আহমেদ। সেপ্টেম্বরের পর থেকে চোটের জন্য মাঠের বাইরে হর্ষিত রানা। এই টুর্নামেন্টে কামব্যাক হতে চলেছে তাঁর। সম্ভবত কোচ হিসেবে যাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। টুর্নামেন্টে ভারতের ম্যাচ ২০ নভেম্বর, নেপালের বিরুদ্ধে। ২২ নভেম্বর পাকিস্তান শাহিনসের বিরুদ্ধে। এরপর ২৪ নভেম্বর নামবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, গতবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে বৈভবরা খেলেছিল। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল ভারত 'এ'। তারপর সেমিতে বাংলাদেশের কাছে সুপার ওভারে হেরেছিল। ভারত শেষবার যুব এশিয়া কাপ জিতেছিল ২০১৩ সালে।



হার্দিককে পেতে নতুন করে আসরে কেকেআর



অজিঙ্ক রাহানের অবসরের পর দলের অধিনায়কত্বের শূন্যতা পূরণ করতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিতে নতুন করে তোড়জোড় শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিজের দ্বিতীয় পর্বে নেতৃত্বের দিক থেকে হার্দিকের সময়টা আশানুরূপ না কাটলেও একজন সফল দলনেতা এবং কার্যকরী অলরাউন্ডার হিসেবে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে কোনও মহলেই সংশয় নেই। তবে গত আইপিএলের পর থেকে চোটের কারণে এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে নামেননি তিনি। হার্দিকের চোট-আঘাতের ইতিহাস নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার সময় কেকেআর শিবিরের অন্দরে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও, ২০২২ সালে অভিষেক মরশুমেই গুজরাত টাইটান্সকে খেতাব এনে দেওয়া তাঁর ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্কের ওপর গভীর আস্থা রয়েছে নাইট কর্তাদের। তবে শাহরুখ খানের দলের সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই সম্ভাব্য ট্রেড বা দলবদল চুক্তির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মুম্বই শিবিরের বাড়তি দাবি। সূত্রের খবর, হার্দিকের বিনিময়ে নাইট রাইডার্সের পেসার হর্ষিত রানা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ব্যাটার অঙ্কৃশ রঘুবংশীকে চাইছে মুম্বই। মুম্বই দলে একজন ভালো মানের ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের অভাব থাকায় ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে থাকা ২২ বছর বয়সি রঘুবংশীকে পেলে সেই সমস্যার বড় সমাধান হতে পারে। কিন্তু কেকেআরের প্রধান কোচ অভিষেক নায়ারের প্রিয় ছাত্র রঘুবংশী কিংবা হর্ষিতকে ছাড়তে নাইট ম্যানেজমেন্ট কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন রয়েছে। কারণ কেকেআর কোনও পরিস্থিতিতেই দলের প্রধান ম্যাচ-উইনার সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তী কিংবা রিঙ্কু সিংহকে ছাড়তে নারাজ। এমনকি বিকল্প হিসেবে ক্যামেরন গ্রিনের কথা ভাবা হলেও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ও অ্যাশেজ সিরিজের কারণে কাজের চাপ সামলাতে আইপিএলে তাঁর নিয়মিত খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। হার্দিককে কেন্দ্র করে আলোচনা চলছে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি মহলেও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জয়সওয়াল ও রবি বিষ্ণোইয়ের বিষয়েও খোঁজখবর করেছিল। এমনকি চেন্নাই সুপার কিংসও প্রাথমিক আগ্রহ প্রকাশ করলেও হার্দিককে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তারা দিতে পারবে না। পাশাপাশি চেন্নাইয়ের তরুণ ক্রিকেটার আয়ুষ মাত্রেকে মুম্বই দাবি করায় সিএসকে তা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ফলে হার্দিকের পূর্ণকালীন নেতৃত্বের শর্ত একমাত্র কেকেআর পূরণ করতে পারায় নাইট শিবিরই তাঁর সবচেয়ে সম্ভাব্য ঠিকানা হিসেবে উঠে আসছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় আইপিএলের মিনি নিলামের আগে ১৫ নভেম্বর দলগুলির খেলোয়াড় ধরে রাখার চূড়ান্ত সময়সীমা রয়েছে। তার আগেই দলবদলের এই জটিল রফাসূত্র কোন দিকে গড়ায়, এখন সে দিকেই তাকিয়ে ক্রিকেট মহল।

হাইলো ওপেনের ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন!



প্রতিপক্ষের দীর্ঘকায় শারীরিক সুবিধা ও আগ্রাসী আক্রমণকে নিজেদের অপ্রতিহত অস্ত্রেই গুঁড়িয়ে দিয়ে জার্মানির হাইলো ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে বিশ্বের ১৩ নম্বর ফরাসি তারকা তোমা জুনিয়র পপভকে স্ট্রেট গেমে ২১-১৭, ২১-১৩ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৪ নম্বরে থাকা ভারতীয় তারকা। এই জয়ের মধ্য দিয়ে চলতি মরশুমে দ্বিতীয়বারের মতো কোনো বিডব্লিউএফ টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন তিনি। ফ্রান্সের সাড়ে ছ'ফুট লম্বা খেলোয়াড় পপভের দীর্ঘকায় শরীরের সুবিধা ও ডাবলসের ধাঁচে দ্রুতগতির র্যা লি খেলার প্রবণতা সাধারণত প্রতিপক্ষকে বেশ চাপে রাখে। কিন্তু জার্মানির সারব্রুকেনে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে লক্ষ্য সেই শক্তিকেই ভোঁতা করে দেন নিজের বিধ্বংসী জাম্প স্ম্যাশ ও তীক্ষ্ণ কোর্ট মুভমেন্ট দিয়ে। ৪১ মিনিটের তীব্র লড়াইয়ে কোর্টে গতির ঝড় তোলেন ভারতীয় তারকা। প্রথম সেটের ১৫-১৭ ব্যবধানের পর টানা পয়েন্ট তুলে নিয়ে ২১-১৭ ফলে প্রথম গেম পকেটে পোরেন লক্ষ্য। এরপর দ্বিতীয় গেমে ৮-৭ অবস্থান থেকে একটানা আক্রমণ শানিয়ে ব্যবধান ১৪-৭ করে ফেলেন তিনি এবং অনায়াসে ২১-১৩ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন। মরশুমের শুরুতে অল ইংল্যান্ডের ফাইনালে ওঠার পর মাঝে চোট-আঘাতের কারণে কিছুটা ছন্দ হারিয়েছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু হাইলো ওপেনের সেমিফাইনালে তাঁর চিরাচরিত আগ্রাসী ছন্দ ও দুর্দান্ত ফিটনেস ফের দেখা গেল। ফাইনালে খেতাব জয়ের লড়াইয়ে লক্ষ্য সেনের মুখোমুখি হতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী জোনাটন ক্রিস্টি অথবা অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনের মধ্যে যে কোনো একজনের।

কেরিয়ারের ১০৫তম পোল পজিশন লুইস-এর!



যাবতীয় বয়স আর সংশয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে রূপকথার প্রত্যাবর্তন ঘটালেন লুইস হ্যামিল্টন। মেক্সিকো সিটি গ্রাঁ প্রিঁর যোগ্যতা অর্জন পর্বে অবিশ্বাস্য এক ল্যাপ শেষ করে ফেরারি দলের হয়ে কেরিয়ারের প্রথম এবং সব মিলিয়ে কেরিয়ারের রেকর্ড ১০৫তম পোল পজিশন ছিনিয়ে নিলেন ৪১ বছর বয়সি ব্রিটিশ তারকা। সেই সঙ্গে গত চার দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে ফর্মুলা ওয়ানের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক চালক হিসেবে পোল পজিশন জয়ের অনন্য নজির গড়লেন এই সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। মার্সিডিজের জর্জ রাসেলকে মাত্র ০.০০৯ সেকেন্ডের ব্যবধানে পেছনে ফেলে তিনি প্রথম স্থান নিশ্চিত করেন। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন ফেরারিতে তাঁরই সতীর্থ চালক শার্ল ল্যোক্লার। সপ্তাহের শুরুতে শুক্রবার ইঞ্জিনের গোলযোগের কারণে দ্বিতীয় অনুশীলনে গাড়ি থমকে যাওয়ায় হ্যামিল্টনের শুরুটা একেবারেই ভালো ছিল না। কিন্তু চূড়ান্ত কোয়ালিফাইং পর্বের শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করেন তিনি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।